الآيات والأحاديث المنتخبة عن الدعوة والجهاد

দাওয়াহ ও জিহাদ বিষয়ক

নির্বাচিত আয়াত ও হাদীস-২

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين

০১ : তায়েফায়ে মানসুরা

নস-০১ : আয়াত (তায়েফায়ে মানসুরার গুণাবলী)

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٥٤) إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ (٥٥) وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ (٥٦).

"হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্য হতে কেউ দীন থেকে ফিরে গেলে (এতে দীনের কোনো ক্ষতি হবে না। কারণ) অচিরেই আল্লাহ এমন একদল লোক নিয়ে আসবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং তারাও তাঁকে ভালবাসবে। তারা মুমিনদের প্রতি হবে কোমল এবং কাফিরদের প্রতি হবে কঠোর। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোনো নিন্দুকের নিন্দার ভয় করবে না। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তাকে দান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। তোমাদের বন্ধু কেবল আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনগণ, যারা বিনয়াবনত হয়ে নামায কায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে। আর যারা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনদের সাথে বন্ধুত্ব করে, (তারাই আল্লাহর দল) নিশ্চযই আল্লাহর দলই বিজয়ী।" - সুরা মায়েদা (৫) : ৫৪, ৫৫, ৫৬

নস-০২ : হাদীস (দাজ্জালের বিরুদ্ধে লড়াইকারী দল)

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ، حَتَّى يُقَاتِلَ آخِرُهُمُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ. (سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب في دوام الجهاد)

"ইমরান বিন হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মতের একটি দল সর্বদা হকের ওপর লড়াই

করতে থাকবে। তারা তাদের বিরোধিতাকারীদের ওপর বিজয়ী থাকবে। অবশেষে তাদের সর্বশেষ দলটি দাজ্জালের বিরুদ্ধে লড়াই করবে।" - সুনানে আবু দাউদ : ২৪৮৪ , হাদীসের মানঃ সহীহ

নস-০৩ : হাদীস (সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত দল)

عَنْ ثوبان مولى رسول الله ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تَزالُ طائِفَةٌ مِن أُمَّتِي ظاهِرِينَ علَى الحَقِّ، لا يَضُرُّهُمْ مَن خَذَلَهُمْ، حتَّى يَأْتِيَ أمْرُ اللهِ وهُمْ كَذلكَ. (صحيح مسلم ، كتاب الإمارة، بابُ قَوْلِهِ ﷺ:لا تَزالُ طائِفَةٌ مِن أُمَّتِي ظاهِرِينَ عَلى الحَقِّ لا يَضُرُّهُمْ مَن خالَفَهُمْ)

"রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামের আযাদকৃত গোলাম সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মতের একটি দল সর্বদা হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। যারা তাদের সহযোগিতা করা থেকে বিরত থাকবে তারা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। অবশেষে আল্লাহর ফায়সালা (অর্থাৎ কিয়ামতের পূর্বে প্রবাহিত হওয়া বাতাস, যার কারণে সকল মুমিন মারা যাবে) এসে যাবে। তখনো তারা এ অবস্থায়ই (হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত) থাকবে। " - সহীহ মুসলিম : ১৯২০

নস-০৪ : হাদীস (দ্বীনের হেফাজতকারী দল)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ﷺ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "لَا يَزَالُ لِهَذَا الْأَمْرِ – أَوْ عَلَى هَذَا الْأَمْرِ – عِصَابَةٌ عَلَى الْحَقِّ، وَلَا يَضُرُّهُمْ خِلَافُ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ. (مسند أحمد ، مسند أبي هريرة ﷺ)

"আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, এই দ্বীনের জন্য একটি দল সর্বদা হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। বিরোধীদের বিরোধিতা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। অবশেষে আল্লাহর ফায়সালা (অর্থাৎ কিয়ামতের পূর্বে প্রবাহিত হওয়া বাতাস, যার কারণে সকল মুমিন মারা যাবে) এসে যাবে।" -মুসনাদে আহমাদ : ৮২৭৪ , হাদিসের মানঃ সহীহ

০২ : জিহাদ

নস-০৫ : আয়াত (জিহাদ একটি ফরজ বিধান)

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.

"তোমাদের ওপর জিহাদ করা ফরজ করা হয়েছে, অথচ তা (স্বভাবগত ভাবে) তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। তবে এমন হতে পারে যে, তোমরা একটা জিনিস অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আবার এমনও হতে পারে যে, একটা জিনিস তোমরা পছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আল্লাহ জানেন (তোমাদের জন্য কোনটা কল্যাণকর আর কোনটা অকল্যাণকর), তোমরা জান না।" - সূরা বাক্বারা (২) : ২১৬

নস-০৬ : হাদীস (ঈমানের পর সর্বোত্তম আমল)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ العَمَلِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: «إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ». قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «حَجٌّ مَبْرُورٌ». (صحيح البخاري ، كتاب الإيمان ، بابُ مَن قالَ إنَّ الإيمانَ هُوَ العَمَلُ)

"আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হল, সর্বোত্তম আমল কোন্‌টি? তিনি বললেন, 'আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ওপর ঈমান আনা। জিজ্ঞেস করা হলো, 'এরপর কোনটি?' বললেন 'আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। জিজ্ঞেস করা হল, 'এরপর কোনটি?' বললেন, হজ্জে মাবরুর। (রিয়া ও সর্বপ্রকার গুনাহ মুক্ত মকবুল হজ)" - সহীহ বুখারী : ২৬

ফায়েদাঃ জিহাদ যখন ফরজে আইন হয়ে যায় তখন সর্বসম্মতিক্রমে ঈমানের পর জিহাদই হল সর্বশ্রেষ্ঠ আমল।

নস-০৭ : হাদীস (যে আমলের সমতুল্য কোনো আমল নেই)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يَعْدِلُ الجِهَادَ؟ قَالَ: «لاَ أَجِدُهُ» قَالَ: «هَلْ تَسْتَطِيعُ إِذَا خَرَجَ المُجَاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ فَتَقُومَ وَلاَ تَفْتُرَ، وَتَصُومَ وَلاَ تُفْطِرَ؟»، قَالَ: وَمَنْ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ؟. (صحيح البخاري ، كتاب الجهاد والسير ، بابُ فَضْلِ الجِهادِ والسِّيَرِ)

"আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বলল, আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলে দিন, যা জিহাদের সমতুল্য হবে ।

তিনি বললেন, আমি (জিহাদের সমতুল্য কোনো আমল) পাইনা। এরপর বললেন, মুজাহিদ যখন (জিহাদের উদ্দেশ্যে) বের হয় তখন তুমি কি পারবে, নামাযের স্থানে গিয়ে অনবরত নামায পড়তে থাকবে, কোনরূপ অবহেলা করবে না এবং একটানা রোযা রাখতে থাকবে, একদমই রোযা ভাঙ্গবে না? সে বলল, এটা কে পারবে? " -সহীহ বুখারী : ২৭৮৫

নস-০৮ : হাদীস (মুজাহিদের দায়িত্ব আল্লাহ নিয়ে নেন)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «تَكَفَّلَ اللَّهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ، لاَ يُخْرِجُهُ إِلَّا الجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ، وَتَصْدِيقُ كَلِمَاتِهِ بِأَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ، أَوْ يَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ، مَعَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ». (صحيح البخاري ، كتاب التوحيد ، بابُ قَوْلِهِ تَعالى: ﴿ولَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنا لِعِبادِنا المُرْسَلِينَ﴾)

"আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ ওই ব্যক্তির (সকল) দায়িত্ব নিয়ে নেন যে তাঁর পথে জিহাদ করে। যে একমাত্র আল্লাহর কথার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে, আল্লাহর পথে জিহাদ করার উদ্দেশ্যে (ঘর থেকে) বের হয়। (আল্লাহ এই মর্মে তার সকল দায়িত্ব গ্রহণ করেন যে,) হয় তাকে (এখনই) জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, না হয় (এখন) নেকি ও গনিমতের সম্পদ সহ তার বাড়িতে ফিরিয়ে দেবেন, যেখান থেকে সে বের হয়েছিল।" -সহীহ বুখারী : ৭৪৫৭

ফায়েদাঃ ইখলাসের সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করা জান্নাত লাভের অন্যতম একটি উপায়।

০৩ : শাহাদাত

নস-০৯ : আয়াত (মৃত্যুঞ্জয়ী শহিদ)

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (١٦٩) فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (١٧٠).

"যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়, তুমি তাদেরকে মৃত মনে করো না। বরং তারা জীবিত। তারা তাদের রবের কাছে রিযিকপ্রাপ্ত হচ্ছে। আল্লাহ তাদেরকে যে অনুগ্রহে দান করেছেন, তা নিয়ে তারা আনন্দিত। তারা তাদের (ওই সব সঙ্গীদের) জন্যও আনন্দ প্রকাশ করে; যারা তাদের পিছনে (দুনিয়াতে) রয়ে গেছে, যারা এখনো তাদের সাথে এসে মিলিত হয়নি। এ জন্য যে, তাদের কোনো ভয় থাকবে না, তারা দুঃখিতও হবে না।" - সূরা আলে ইমরান (৩) : ১৬৯, ১৭০

নস-১০ : হাদীস (শাহাদাত লাভের জন্য নবিজীর তীব্র আকাংখা)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلاَ أَنَّ رِجَالاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لاَ تَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي، وَلاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ، مَا تَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ ".

"আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, ওই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! যদি মুমিনদের মধ্যে এমন কিছু লোক না থাকত, যাদের কাছে (যুদ্ধে শরিক না হয়ে) আমার পিছনে থেকে যেতে ভালো লাগবে না এবং যাদের সবাইকে আমি বাহনও দিতে পারব না, এমন লোকগুলো না থাকলে আমি আল্লাহর পথে জিহাদরত কোনো কাফেলার পিছনে বসে থাকতাম না।

ওই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! আমার আকাংখা, আমি আল্লাহর পথে (জিহাদ করে) শহীদ হই। এরপর জীবিত হয়ে আবার শহীদ হই। এরপর জীবিত হয়ে আবার শহীদ হই। এরপর জীবিত হয়ে আবার শহীদ হই। " - সহীহ বুখারী : ২৭৯৭

ফায়েদাঃ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম নবুওয়ত ও রিসালাতের সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা পাওয়ার পরও এতবার শহীদ হওয়ার তামান্না করেছেন, এ থেকেই বোঝা যায়, জিহাদ ও শাহাদাত কত বড় মর্যাদাপূর্ণ আমল।

নস-১১ : হাদীস (জান্নাতে থেকেও দুনিয়ার কামনা)

عَن أَنَس بْنَ مَالِكٍ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ" مَا أَحَدٌ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَلَهُ مَا عَلَى الأَرْضِ مِنْ شَىْءٍ، إِلاَّ الشَّهِيدُ، يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ، لِمَا يَرَى مِنَ الْكَرَامَةِ

"আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, জান্নাতে প্রবেশ করার পর কোনো ব্যক্তিই আর দুনিয়ায় ফিরে আসার আকাঙ্ক্ষা করবে না, যদিও দুনিয়ার সব কিছু তাকে দেয়া হয়। একমাত্র শহীদ ব্যতীত; সে আকাঙ্ক্ষা করবে, যেন পুনরায় দুনিয়ায় ফিরে আসতে পারে এবং (আরও) দশবার শহীদ হতে পারে। কারণ, সে (জান্নাতে) শাহাদাতের মর্যাদা (যে কত বেশি তা) দেখতে পেরেছে।" সহীহ বুখারী : ২৮১৭

ফায়েদাঃ জান্নাতের যাবতীয় নেয়ামত, সুখ সাচ্ছন্দ্য ইত্যাদি দেখে কোনো ব্যক্তিই আর পুনরায় দুনিয়ায় আসতে চাইবে না। কিন্তু শহীদের আকাংখা হবে ভিন্ন। সে জান্নাতে তার সুউচ্চ মর্যাদা দেখে আবার দুনিয়ায় আসতে চাইবে, যেন বারবার শহীদ হয়ে আরও কয়েকগুণ মর্যাদা লাভ করে ধন্য হতে পারে। সুবহানাল্লাহ ।

ইমাম ইবনে বাত্তাল রহ. বলেন, শাহাদাতের মর্যাদার ক্ষেত্রে এটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হাদীস। ফাতহুল বারী

নস-১২ : হাদীস (আল্লাহ যাদের দেখে হাসবেন)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَضْحَكُ اللَّهُ إلى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُما الآخَرَ يَدْخُلَانِ الجَنَّةَ: يُقَاتِلُ هذا في سَبيلِ اللَّهِ، فيُقْتَلُ، ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ علَى القَاتِلِ، فيُسْتَشْهَدُ. (صحيح البخاري ، كتاب الجهاد والسير ، بابُ الكافِرِ يَقْتُلُ المُسْلِمَ، ثُمَّ يُسْلِمُ، فَيُسَدِّدُ بَعْدُ ويُقْتَلُ)

"আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা এমন দুই ব্যক্তির প্রতি হাসেন (অর্থাৎ সন্তুষ্ট হন) যাদের

একজন অপরজনকে হত্যা করে। (পরবর্তীতে) দুজনই জান্নাতে প্রবেশ করে। একজন আল্লাহর পথে যুদ্ধ করা অবস্থায় (অপরজনের হাতে) শাহাদত বরণ করে। এরপর আল্লাহ তাআলা হত্যাকারীকেও তাওবা করার তাওফিক দান করেন। ফলে সেও (ইসলাম গ্রহণ করে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে) শাহাদত বরণ করে।" সহী বুখারী ২৮২৬; সহী মুসলিম ১৮৯০

০৪ : জিহাদে সাদাকা করার ফজিলত

নস-১৩ : আয়াত (জিহাদে সাদাকা করার সর্বোত্তম সময় বিজয়ের আগে)

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.

"তোমাদের কী হলো যে, আল্লাহর পথে ব্যয় করছ না? অথচ আসমান ও জমিনের উত্তরাধিকার তো আল্লাহরই? তোমাদের মধ্যে যারা (মক্কা) বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে এবং যুদ্ধ করেছে তারা (অন্যদের) সমান নয়। তারা মর্যাদায় তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, যারা পরে ব্যয় করেছে ও যুদ্ধ করেছে। তবে আল্লাহ প্রত্যেকের জন্যই কল্যাণের ওয়াদা করেছেন। আর তোমরা যা কর, সে সম্পর্কে আল্লাহ সবিশেষ অবগত।" - সুরা হাদীদ (৫৭) : ১০

নস-১৪ : হাদীস (একের বিনিময়ে সাতশ)

عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ كُتِبَتْ لَهُ بِسَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ ".

(سنن الترمذي ، أبواب فضائل الجهاد ، بابُ ما جاءَ فِي فَضْلِ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)

"খুরাইম ইবনে ফাতিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় কিছু ব্যয় করে (এর বিনিময়ে) তার জন্য সাতশ গুণ সাওয়াব লিখে দেয়া হয়।" - জামে তিরমিযি : ১৬২৫, হাদীসের মানঃ সহীহ

ফায়েদাঃ দান সাদাকার যত খাত রয়েছে জিহাদ তার মধ্যে অন্যতম। এক টাকার বিনিময়ে কমপক্ষে সাতশ টাকার সাওয়াব লাভ করার এক সুবর্ণ সুযোগ হল জিহাদে সাদাকা করা।

এজন্যই সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম জিহাদে সাদাকা করার ব্যাপারে পরস্পর প্রতিযোগিতা করতেন। কে কার চেয়ে বেশি সাদাকা করতে পারেন।

নস-১৫ : হাদীস (জিহাদে না গিয়েও জিহাদের সাওয়াব)

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ «مَن جَهَّزَ غازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدْ غزا، ومَن خَلَفَ غازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غزا». (صحيح البخاري ، كتاب الجهاد والسير ، بابُ فَضْلِ مَن جَهَّزَ غازِيًا أوْ خَلَفَهُ بِخَيْرٍ)

"যায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে জিহাদকারীর আসবাবপত্র সরবরাহ করল সে যেন জিহাদ করল। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদকারীর পরিবার-পরিজনকে উত্তমরূপে দেখাশোনা করল, সেও যেন জিহাদ করল।" -সহীহ বুখারী : ২৮৪৩

ফায়েদাঃ আমাদের মধ্যে যারা রাষ্ট্রীয় বিধিনিষেধ কিংবা ব্যক্তিগত গ্রহণযোগ্য কোনো ওযরের কারণে জিহাদের মতো মহান ইবাদতে স্বশরীরে অংশগ্রহণ করতে পারছি না আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য এ সুযোগ রেখেছেন যে, আমরা নিজ অবস্থানে থেকেও জিহাদের সাওয়াব লাভ করতে পারি। জিহাদ ও মুজাহিদদের জন্য সাদাকা করার মাধ্যমে আমরা এ সাওয়াব লাভ করতে পারি।

নস-১৬ : হাদীস (যাকে জান্নাতের সকল দরজা থেকে ডাকা হবে)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ دَعَاهُ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ، كُلُّ خَزَنَةِ باب أَىْ فُلُ هَلُمَّ ". قَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذَاكَ الَّذِي لاَ تَوَى عَلَيْهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " إِنِّي لأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ ."(صحيح البخاري ، كتاب الجهاد والسير ، بابُ فَضْلِ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)

"আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় কোনো জিনিসের এক জোড়া ব্যয় করবে, জান্নাতের প্রত্যেক দরজার প্রহরী তাকে ডাক দিবে। (তারা বলবে), হে অমুক! এদিকে এসো। আবূ

বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! তাহলে তো ওই লোকের কোনো বিপদ বা ক্ষতি(-র আশংকা) নেই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘আমি আশা করি, তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" - সহীহ বুখারী : ২৮৪১

দোয়া-১৭

عَنْ مُعاذِ بْنِ جَبَلٍ، أنَّ رَسُولَ صَلّى عَلَيْهِ وسَلَّمَ أخَذَ بِيَدِهِ، وقالَ: «يا مُعاذُ، واللَّهِ إنِّي لَأُحِبُّكَ، واللَّهِ إنِّي لَأُحِبُّكَ»، فَقالَ: «أُوصِيكَ يا مُعاذُ لا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ تَقُولُ: اللَّهُمَّ أعِنِّي عَلى ذِكْرِكَ، وشُكْرِكَ، وحُسْنِ عِبادَتِكَ». (سنن أبي داود ، باب تفريع أبواب الوتر ، بابٌ فِي الِاسْتِغْفارِ)

"মু‘আয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার হাত ধরে বললেন, হে মু‘আয! আল্লাহর শপথ! আমি তোমাকে ভালোবাসি, আল্লাহর শপথ! আমি তোমাকে ভালোবাসি। তিনি বললেন, মু‘আয! আমি তোমাকে অসিয়ত করছি, তুমি প্রত্যেক নামাযের পর এ দোয়াটি পড়া কখনো ছাড়বে না,

اللَّهُمَّ أعِنِّي عَلى ذِكْرِكَ، وشُكْرِكَ، وحُسْنِ عِبادَتِكَ

(অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি আমাকে সাহায্য করুন আমি যেন আপনার যিকির করতে পারি, আপনার শোকর আদায় করতে পারি এবং সুন্দরভাবে আপনার ইবাদত করতে পারি।" - সুনানে আবু দাউদ : ১৫২২, হাদিসের মানঃ সহীহ